বিষয় — গ্রন্থ নির্মাণ ও বিভিন্ন বাংলা সফ্‌টওয়্যার-এর পরিচয়

উপস্থাপক — ড. তাপস সাহা, যোগাযোগ - 9874355193

১ কেন এই বিষয়ের চর্চা

ছাপাখানার উদ্ভাবন মধ্যযুগের ইউরোপে জ্ঞানচর্চার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। যার প্রভাবে আধুনিক যুগ তথা রেনেসাঁর সূত্রপাত। সেই গুটেনবার্গ বাইবেল থেকে এতদিন পর্যন্ত ছাপাখানার মুদ্রণগত পদ্ধতি একই থেকেছে। কিন্তু বিংশ শতকে এসে কম্পিউটার ব্যবহার কাজটাকে আরও সহজ ও দ্রুত করে তুলেছে। আবার অন্যদিকে জ্ঞানবিদ্যার চর্চা তার সীমিত গণ্ডী ছাড়িয়ে নব নব মাধ্যমকে খুঁজে নিয়েছে। আজকে তাই শুধু কাগজে মুদ্রণের উপর নির্ভর না করে প্রকাশনা Digital পদ্ধতিতে Webpage, Social site, Blog এবং .pdf, ePub, mobi, kindle azw, lit, odf প্রভৃতি Format-এ e-book রূপে প্রকাশ করা হচ্ছে। *Alchemist, Brida* প্রভৃতি বইয়ের খ্যাতনামা লেখক Paulo Coelho, তাঁর বইয়ের প্রচারের স্বার্থে e-book Format-এ paulocoelhoblog.com-এর মাধ্যমে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আবার বাংলাদেশের *হিমু, মিশির আলি* প্রভৃতি সিরিজ বইয়ের লেখক হুমায়ুন আহমেদ-এর বেশিরভাগ বই e-book Format-এ সহজলভ্য হয়ে উঠেছে।

এটাও ঠিক যে, শুধু ছাপাখানায় কাগজে কালি দিয়ে ছাপানোর কাজটুকু বাদ গেলেও প্রকাশের পূর্বের সিংহভাগ কাজ একই থাকে। বর্তমানে ছাপার অক্ষরে প্রকাশের সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে পোস্টার, ব্যানার, দ্রব্যের মোড়ক প্রভৃতি বহু দিকে এই বিষয়ের দক্ষতা কাজে লাগছে। তাই এখন আর মুষ্টিমেয় ছাপাখানার গলির কর্মীর উপর নির্ভর না করে আগ্রহী শিক্ষিত জন এগিয়ে আসছেন। ফলে এখন প্রকাশনার মানেরও উন্নতি ঘটছে। কিন্তু প্রয়োজন আরও দক্ষ পেশাদারের। তাই এই বিষয়ের চর্চা আরও বিস্তৃত হলে মানব সমাজের সামগ্রিক উন্নতিতে সহায়ক হবে।

২ এই বিষয়ের আপেক্ষিক সীমানা

গ্রন্থ নির্মাণ এই বিষয়টি একটি Interdisciplinary Subject বা বলা যায় Allied ও Applied বিষয়। এখানে ভাষার সঙ্গে চাই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। তাই এর চর্চায় প্রয়োজন কয়েকটি বিষয়ে একান্ত দক্ষতা এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞান। যেমন দক্ষতা প্রয়োজন অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে —

১. ভাষাগত দক্ষতা — ক) মৌলিক রচনা ক্ষমতা খ) ভাষার প্রসাদগুণ বৃদ্ধির জন্য যথাযথ সম্পাদনা

২. কম্পিউটারে দক্ষতা — ক) কম্পিউটারে বাংলা-ইংরাজি-হিন্দি বা সেই ভাষায় টাইপ করে লেখা
খ) পৃষ্ঠা বা বইয়ের সজ্জাবিন্যাস করা

৩. গ্রন্থ নির্মাণের সারণী অনুসারে কার্য সম্পাদন — অর্থাৎ প্রধান সম্পাদকের ভূমিকা।

সাধারণ ভাবে জানা থাকা দরকার কয়েকটি বিষয়। কারণ কার্যক্ষেত্রে এই বিষয়ে একমাত্র দক্ষ পেশাদারের সাহায্য প্রয়োজন হবে। যেমন —

১. আইনী বিষয় — ক) কপিরাইট, খ) রয়্যালটি, গ) চুক্তি সম্পাদন, ঘ) ISBN তৈরি প্রভৃতি

২. প্রযুক্তিগত বিষয় — ক) ছাপার পদ্ধতি, খ) কাগজের মান ও আকার, গ) কালি ও আঠা, ঘ) বাঁধাই পদ্ধতি

৩. বইয়ের বাজার — ক) বইয়ের চাহিদা নির্ধারণ, খ) বিষয় নির্বাচন, গ) মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি

৪. অনলাইন প্রকাশনার জন্য ওয়েবপেজ নির্মাণ এবং নিয়মিত আপলোড করা।

৩ গ্রন্থ নির্মাণের বিভিন্ন অংশ বা দিক

১ মুদ্রণের ইতিহাস

খ্রীষ্টপূর্ব হাজার বছরেরও আগে প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে পোড়ামাটির সিল ব্যবহার করে প্যাপিরাস বা কাপড়ের উপর লেখা ও ছবি ছাপানো হত। খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দু'শ বছর আগে চিনের হান রাজত্বে পোসিলিন ব্লক তৈরি করে রেশম কাপড়ের উপর তিন রঙে রঙিন ফুলের ছবি ছাপার কথা জানা যায়। জাপানে উকিও পদ্ধতিতে ছাপার কাজ হত। পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রাপ্ত বই কুমারজীবের লেখা বুদ্ধের বাণী সংগ্রহ *হীরকসূত্র*, যা কাঠখোদাই ব্লকে ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চিনে মান্দারিন লিপিতে ছাপানো হয়। পাঁচ মিটার লম্বা

এই স্ক্রলটি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রয়েছে। ডুংহুয়াং-য়ের কাছে মোগাও মনাস্ট্রি বা কেভ অফ থাউজেন্ড বুদ্ধ থেকে আর্কিওলজিস্ট মার্ক অরেল স্টেন এই কপিটি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনে নিয়ে যান। খ্রীষ্টিয় ১৩৭৭ অব্দে বুদ্ধের বাণী সংকলন *জিকজি* পাওয়া গেছে, যেখানে ব্রোঞ্জের তৈরি মুভেবল টাইপ বা বিচল হরফ ব্যবহার হয়েছে।

মুদ্রণ শিল্পে প্রথম বৈপ্লবিক পরিবর্তন এল যোহানেস গুটেনবার্গের হাতে। তিনি ১৪৩৯ মতান্তরে ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির মেন্‌জ শহরে ধাতু ও কাঠের স্ক্রুপ্রেস তৈরি করলেন। সীসা, টিন ও অ্যান্টিমনি ধাতুর মিশ্রণে সংকর ধাতু দিয়ে বিচল হরফ বানালেন। যা পরবর্তী কালে টাইপমেটাল নামে পরিচিত হল ছাপাখানার দুনিয়ায়। ১৪৫৫ সালে তিনি ১৮০ কপি "৪২ লাইন বাইবেল" ছাপালেন এই যন্ত্রে। এরপর বিচল হরফের উপর ভিত্তি করে একে একে এল প্যাডেল প্রেস, রোটারি প্রেস প্রভৃতি। ব্যবহার হত কাঠখোদাই ও এচিং ব্লক। তারপর ফটোগ্রাফের উন্নতিকে ব্যবহার করে গড়ে উঠল হাফটোন পদ্ধতি। বাঙালি মুদ্রক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী হাফটোন নিয়ে গবেষণা করে এর উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। এল লিথোগ্রাফ, সিল্কস্ক্রিন, গ্রেভিয়ার পদ্ধতি প্রভৃতি। ফটো সেনসেটিভ প্লেট বা পিএস ও গ্রেন প্লেট ব্যবহার করে অফসেট মুদ্রণ পদ্ধতির উদ্ভাবনের ফলে উনিশ শতকে মুদ্রণ শিল্প আরও দক্ষতা অর্জন করল। বর্তমানে কম্পিউটার ব্যবহার করে সিটিপি, ইঙ্কজেট, লেজারজেট, ইঙ্কট্যাঙ্ক প্রভৃতি মুদ্রণ পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছে।

② বইয়ের সংজ্ঞা ও বইয়ের অঙ্গসংস্থান

ঠিক কী কী গুণাবলী থাকলে তবে কিছু ছাপানো কাগজ বই হয়ে উঠবে তা নিয়ে শেষ কথা ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক সংগঠন ইউনেস্কো (UNESCO)। তাদের মতে — Book is a non-periodical printed publication of not less than 49 pages exclusive of covers that content some intellectual and convey to another। বেশ কিছু দেশ রয়েছে যারা এই ৪৯ পাতার হিসাব মানে না, যেমন — ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, ইরান প্রভৃতি। ইন্দোনেশিয়াতে ৮ পাতার বেশি হলেই তাকে বই বলা হয়। মেনে নেওয়া দেশগুলিতে ৪৯ পাতার কম হলে তাকে Booklet বা পুস্তিকা বলা হয়।

বইয়ের কোন অংশকে কি নামে ডাকা হবে তারও আন্তর্জাতিক বিধি রয়েছে। যেমন একটি বইয়ের মূলত চারটি অংশ। প্রত্যেকটি অংশের ভেতরে আবার কিছু পর্ব রয়েছে।

ক) বাইরের অংশ (Book Outer) — Jacket, Jacket Blurb, Flyleaf, Hard Board, Paper-back, Spine

খ) প্রাথমিক অংশ (Prelims Page) — Book half title, Frontispiece, Title page, Copyright page, Dedication, Epigraph, Content, List of illustration, List of tables, Foreward, Preface, Acknowledgments, Introduction, Abbreviation, Chronology

গ) মূল অংশ (Main Text) — Chapter and Subchapter

ঘ) শেষের অংশ (Subsidiary Part) — Notes, Appendix, Glossary, References,Bibliography, List of contributors, Illustration credits, Index

বইয়ের খোলা অবস্থায় তার ডানদিকের পৃষ্ঠাকে বলা হয় Recto আর বামদিকে পৃষ্ঠাকে বলা হয় Verso। প্রত্যেক পাতার উপরে বইয়ের বা অধ্যায়ের শিরোনাম দেওয়াকে বলা হয় Running Heads। বইতে দুই বা তিন ধরণের পৃষ্ঠা সংখ্যা বসানো হয়। প্রাথমিক অংশে রোমান বা বাংলা ক, খ পৃষ্ঠা সংখ্যা ব্যবহার করে মূল অংশে সাধারণ সংখ্যা। আবার কখনো শেষের অংশে পৃথক সংখ্যা দেওয়া হয়।

③ বইয়ের শ্রেণিবিন্যাস

বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে নানা প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে অসংখ্য বিচিত্র বিষয়ে বই প্রকাশ করা হয়। বইয়ের এই বিচিত্র দুনিয়া নিজের মতো করে বিস্তার লাভ করেছে। তাই বিভিন্ন দিক থেকে এই বিন্যাস করা হয়। যেমন —

ক) পাঠকের বয়স (Age group) — শিশু, কিশোর, প্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধ

খ) পাঠকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত (Target reader) — শহুরে পাঠক, বুদ্ধিজীবী পাঠক, গৃহবধূ প্রভৃতি

গ) বাজার অর্থনীতি (Marketing strategy) — কফি টেবিল বই, পেপারব্যাক, রাজসংস্করণ প্রভৃতি

ঘ) বিষয় (Subject) — পাঠ্যবই, সহায়ক বই, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য, কবিতা প্রভৃতি

ঙ) বইয়ের আকার (Book size) — ডিমাই, ডবল ডিমাই, ক্রাউন, রয়্যাল, অক্টাভো, কোয়ার্টো প্রভৃতি

④ মুদ্রণ সংক্রান্ত আইন

একজন সৃজনশীল শিল্পীর তাঁর সৃষ্ট বৌদ্ধিক সম্পদের উপর জীবৎকাল ও তার পরবর্তী সত্তর বছর পর্যন্ত উত্তরাধিকারীর গ্রন্থস্বত্ব থাকে। Copyright এবং Intellectual Property Right — এই দুটি বিষয় আজকের সময়ে বৌদ্ধিক সম্পদের রক্ষায় আমরা দেখতে পাই। এই অধিকারগুলি একদিনে সৃষ্টি হয় নি। এর বিবর্তনের একটা ইতিহাস আছে আবার প্রত্যেকটা আইনের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। একদিকে কিছু আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে, অন্যদিকে কিছু ভারতীয় আইন রয়েছে। যেমন —

ক) আন্তর্জাতিক আইন —

1662: Licensing of the Press Act, Charles II, England.
1710: British Statute of Anne
1883: Paris Convention
1886: Berne Convention
1952: Universal Copyright Convention
1995: World Trade Organization, TRIPS Agreement
2002: WIPO Copyright Treaty

খ) ভারতীয় আইন —

1799: Cencorship of Press Act
1823: Licensing Regulations
1835: Press Act or Metcalf Act
1867: Press Registration Act
1872: Contract Act
1878: Vernacular Press Act, Replaced by Lord Ripon on 1882
1908: Newspaper Act
1910: Indian Press Act
1931: Indian Press Act on Emergency
1947: Press Enquiry Committee
1951: Press Act
1952-54: 1st Press Commission of India
1965: Press Council Act
1966: 4th July, Formed Press Council of India, President- Justice CK Prasad
1978: 2nd Press Commission of India
2001: Last Reconstituted on 22 May.

⑤ প্রকাশনা ও মুদ্রণের সঙ্গে যুক্ত কিছু আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় সংস্থা

1. International Publishers Association,
2. International Board on Books for Young People,
3. The Federation of Publishers' and Booksellers' Association in India,
4. Sahitya Academy,
5. National Book Trust etc.

কিছু বাণিজ্যিক প্রকাশনা সংস্থা — 1. Penguine Random House Grup Editorial, 2. McGraw-Hill, 3. Ruthledge, 4. Pearson, 5. Scholastic etc

কিছু ভারতীয় বাণিজ্যিক প্রকাশনা সংস্থা — ১. রূপা পাবলিশিং, ২. জ্ঞান বুকস, ৩. এস চাঁদ অ্যান্ড কোং, ৪. বিকাশ পাবলিশিং হাউস প্রভৃতি। বাংলা প্রকাশনা সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১. আনন্দ পাবলিশার্স, ২. ছায়া পাবলিশিং হাউস, ৩. শিশু সাহিত্য সংসদ, ৪. গাংচিল, ৫. মিত্র ও ঘোষ পাবলিশিং হাউস প্রভৃতি।

৬) সম্পাদনা বিধি

প্রকাশনার কাজে সম্পাদক হলেন প্রাণপুরুষ। তিনিই বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে বই হয়ে ওঠার কাজটি পরিচালনা করেন। তাই সম্পাদকের কাজ বহুবিধ। তবে তার কাজের মূলত দুটি দিক রয়েছে।

ক) কার্য সম্পাদন বা To Organize — অর্থাৎ লেখক, প্রকাশক, মুদ্রক সকলের মাঝখানে তিনি যোগসূত্র।

খ) বৌদ্ধিক সম্পদের উৎকর্ষ বিধান অর্থাৎ একটি পাণ্ডুলিপিকে ছাপার অবস্থায় নিয়ে আসা। এর জন্য তিনি দুটি দিকে নজর দেন — ১. Proof Correction – Galley Proof, 1st Proof, 2nd Proof & 3rd Proof

২. Copy Edit

Copy Edit করার জন্য সম্পাদককে দুটি দিকে নজর দিতে হয় —

A) Text Edit

B) Layout Edit

Text Edit করতে গিয়ে সম্পাদক দুই ধরণের কাজ করেন —

a) Content

i) Punctuation
ii) Grammar & Spelling
iii) Gender & Cast Biasness
iv) Plagiarism
v) Source or Reference
vi) Data Correction

b) Style

i) Spacing, Indent, Paragraph
ii) Alignment, Margin
iii) Quotation Mark
iv) Font Size, Color, Bold, Italics

Layout Edit করার ক্ষেত্রে যেসব দিকে কাজ করতে হয় —

a) Spacing
b) Placing
c) Page Makeup প্রভৃতি

একজন সম্পাদক একটি বইয়ের কাজ শুরু করলে প্রথমেই একটি Style Sheet তৈরি করে নেন, তাছাড়া বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার নিজস্ব House Style থাকে সেই অনুসারেও বই সম্পাদনা করা হয়।

এতদিন কম্পোজিটর সম্পাদকের নির্দেশ অনুসারে এই কাজগুলি হাতে কলমে করতেন। সম্পাদক কাগজে ছাপা কপি দেখে বিভিন্ন চিহ্নের সাহায্যে নির্দেশ দিতেন আর কম্পোজিটর ছোট ছোট মিশ্রধাতুর হরফগুলি সাজিয়ে সাজিয়ে সেই নির্দেশ পালন করতেন। এখন কম্পিউটারে কিছু সফ্‌টওয়্যারের সাহায্যে সেই কাজগুলি অনেক সহজে ও দ্রুত আরও দক্ষভাবে করা সম্ভব। বিভিন্ন ধরণের কাজের জন্য বিভিন্ন রকমের কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার আমরা ব্যবহার করি।

১. সাধারণ কিছু লেখার জন্য Microsoft Office-এর 1. MS Word, 2. Notepad

২. প্রকাশনার জন্য 1. MS Publisher, 2. Adobe Pagemaker,
3. QuarkXPress, 4. Adobe InDesign CS
5. iStudio Publisher for Mac OS X
6. Maul Publisher, 7. Ultra XML, 8. ePaperFlip etc.

৩. ছবি সংশোধন বা যথাযথ মাপে নিয়ে আসা বা কোনও ডিজাইন তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়
1. Microsoft Picture Manager, 2. Adobe Photoshop CS,
3. CorelDraw, 4. Adobe FreeHand MX,
5. Adobe Illustrator, 6. Xara Designer Pro etc.

⑦ বাংলা হরফে লেখার জন্য দুই ধরণের সুযোগ রয়েছে

1. Phonetic এই ব্যবস্থায় বাংলা শব্দ উচ্চারণ অনুসারে অনেকটা বাংলা থেকে IPA বা Roman-এ Transcript করার মত করে লিখতে হয়, আর তাতে বাংলা হরফ আসতে থাকে। যেমন 'L' Button Press করলে 'ল' আসবে। এই ধরণের কিছু সফ্‌টওয়্যার হল — Bijoy, Barna Soft, Lotus, Adarsha Lipi, Bangla Word, APC, Baraha, Avro প্রভৃতি।

2. Fixed Typeset Keyboard এই পদ্ধতিতে আগে থেকে কম্পিউটার বোর্ডের প্রত্যেক Button-এ কিছু বাংলা বর্ণ ঠিক করা থাকে। অর্থাৎ এখানে আর 'L' Button Press করলে 'ল' আসবে না, তার বদলে ঠিক করে রাখা বর্ণটি আসবে। কিছু নির্দিষ্ট রীতিতে ঠিক করা Keyboard Set রয়েছে, যেমন — Inscript, Indica, Remington প্রভৃতি। বিভিন্ন সফ্‌টওয়্যার রয়েছে যেখানে এই রকম Keyboard Set থাকে, সফ্‌টওয়্যারগুলি হল Summit, STM, Windows INSCRIPT প্রভৃতি। এছাড়া কিছু সফ্‌টওয়্যারে নিজের মতো করে Keyboard Set করে নেওয়া যায়।

এছাড়া এই সমস্ত বাংলা সফ্‌টওয়্যারগুলির ফন্টের দিক থেকে আবার দুটি ভিন্নতা রয়েছে —

1. Unicode Font – Online মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী।
2. Non Unicode Font – শুধু ছাপার উপযোগী।

একটি বইয়ের পাতাগুলি বা বইয়ের প্রচ্ছদ নির্মাণ করার জন্য প্রথমে Adobe InDesign CS বা Adobe Pagemaker প্রভৃতি সফ্‌টওয়্যারের সাহায্য নিয়ে পাতাগুলি তৈরি করা হয়। এরপর Adobe Photoshop CS বা Corel Draw সফ্‌টওয়ারের সাহায্যে ছবি ও ডিজাইন বানিয়ে মূল কপিতে নিয়ে আসা হয়। তার সঙ্গে বাংলা সফ্‌টওয়্যারগুলি দিয়ে টাইপ বা কম্পোজ করার কাজটি চলতে থাকে। বাংলা সব সফ্‌টওয়্যার আবার সব ক্ষেত্রে কাজ করে না।

⑧ মুদ্রণ ব্যবস্থা

মুদ্রণের প্রধান দিকগুলি হল —

ক) ছাপাখানা বা প্রেস — লেটার প্রেস, গ্রেভিয়ার, সিল্কস্ক্রিন, অফসেট, সিটিপি, ইঙ্কজেট প্রভৃতি

খ) কাগজ — তৈরির পদ্ধতি, বিভিন্ন আকার ও মাপ, কোন কাগজে কোন ধরণের ইম্পোজিসন স্কিম ব্যবহার করতে হয় প্রভৃতি দিক আলোচ্য

গ) কালি — কালির উপাদান, CMYK ও RGB ব্যবস্থা, Color Setting প্রভৃতি দিক আলোচ্য

ঘ) বাঁধাই-এর বিভিন্ন পদ্ধতি — জুত সেলাই, Central Stitch, Oversewing, Perfect Binding, Hard Board Bound প্রভৃতি

ঙ) আঠার বিভিন্ন ধরণ — উদ্ভিজ্জ আঠা, প্রাণীজ আঠা, রাসায়নিক আঠা প্রভৃতি

⑨ মুদ্রণ ব্যয় ও বাজার

সাধারণত বাণিজ্যিক প্রকাশকের লক্ষ্য থাকে বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন। যে কারণে পাঠ্য বইয়ের যত প্রকাশক আছেন, তার ভগ্নাংশ রয়েছে সাহিত্যধর্মী বা গবেষণাধর্মী বইয়ের প্রকাশক। বড় প্রকাশকেরা পাঠক সমীক্ষা করে যে বিষয়ের বইয়ের চাহিদা রয়েছে তার জন্য Commissioned Editor নিয়োগ করে। তিনি সেই বিষয়ের উপযুক্ত লেখক সন্ধান করে নিয়োগ করেন বই লেখার জন্য। তার সঙ্গে লে-আউট ডিজাইন টিম নিয়োগ করেন। একটি বইয়ের যিনি কার্যনির্বাহী সম্পাদক হন তিনিই সেই বইটির যাবতীয় দায়িত্ব বহন করেন।

প্রকাশক সম্পাদক, লেখক, ডিজাইনার প্রমুখের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। সকলের Royalty বইয়ের দামের মধ্যে ধরা হয়। তার সঙ্গে ছাপার ও বিজ্ঞাপনের খরচ থাকে। বইয়ের বাজারে মুনাফা লাভের জন্য বইয়ের প্রচারের স্বার্থে প্রকাশক Book Inauguration Program, Signature Session, Reading Session, লেখকের মুখোমুখি প্রভৃতির আয়োজন করে থাকেন।

❽ গ্রন্থ নির্মাণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য

১. ISBN পূর্বে ১০ সংখ্যার হত এখন ১৩ সংখ্যার হয়। এর প্রথম তিনটি সংখ্যা হল দেশের কোড। আর শেষ সংখ্যাটি হল চেক ডিজিট। প্রথম বারোটি সংখ্যার থেকে একটি জটিল গাণিতিক নিয়মে চেক ডিজিট তৈরি হয়।

২. আমাদের দেশে ১৭,০০০-এর বেশি প্রকাশক রয়েছে এবং তারা বছরে ৮০,০০০-এর বেশি বই প্রকাশ করে। এর অন্তত ৪০ শতাংশ ইংরাজি ভাষায় বই।

৩. ভারত একমাত্র দেশ যেখানে ২৪ টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বই প্রকাশ হয়।

৪. ইংরাজি ভাষায় বই প্রকাশের সংখ্যায় ভারত বিশ্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

৫. সামগ্রিকভাবে বই প্রকাশে সংখ্যার বিচারে ভারত বিশ্বে অষ্টম স্থানে রয়েছে।

৬. Publishers Weekly সহ কিছু পত্রিকা রয়েছে যারা শুধু বিশ্বের যাবতীয় প্রকাশনা সংক্রান্ত খবর প্রকাশ করে।

পঠন পাঠনে সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. A Career in Book Publishing – Samuel Issacson, National Book Trust, New Delhi, 2001

2. The Chicago Manual of Style The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers, The University of Chicago Press, Chicago, 1906, 16th Edition, 2010.

3. Butcher's Copy-editing The Cambridge Handbook for Editors, Copy-Editors and Proofreaders – Judith Butcher, Caroline Drake and Maureen Leach, Cambridge University Press, Cambridge, Fourth Edition, 2006.

4. MLA Handbook for Writers of Research Papers, Modern Language Association of America, MLA, Seventh Edition, East-West Press Reprint, New Delhi, 2009.

5. The Role of Publishers in Society – Asoke K Ghosh, Centre for Studies in Book Publishing, University of Calcutta and Publishers & Booksellers Guild, Kolkata, 2010.

6. The World of Book Fairs – Alekhya Bhattacharya, Centre for Studies in Book Publishing, University of Calcutta, Kolkata, 2010.

7. A Handbook of Copyright Law, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Education, BP & Copyright Divition, 2001.

8. Metric Calculator for Paper Trade – Nitai Lal Dutta, Raghunath Dutta & Sons Private Ltd, Kolkata, 1974.

9. Design for Print Production – H S Warford, Focal Press, London and New York, 1971.

10. মুদ্রণচর্চা - দীপঙ্কর সেন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০

11. যখন ছাপাখানা এল - শ্রীপান্থ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৬

12. কেমন করে খবরের কাগজ তৈরি হয় - চঞ্চল সরকার, অনুবাদ সৌরীন ব্যানার্জি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নতুন দিল্লি, ২০০৭

13. বাংলা হরফ শিল্পগুরু পঞ্চানন ও পরম্পরা - সম্পা প্রদীপ চক্রবর্তী, পঞ্চানন কর্মকার স্মৃতি সংসদ, বাঁশবেড়িয়, হুগলী, ২০১২

14. বাংলা বানানের ব্যাকরণ - সুধীন্দ্র দেবনাথ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১০

15. বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন - আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি, সম্পা - নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬

16. তিষ্ঠ ক্ষণকাল বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ - আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি, সম্পা - সুভাষ ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯

17. বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান - আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি, সম্পা - সুভাষ ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৭

18. কলেজ স্ট্রীটে সত্তর বছর - সবিতেন্দ্র নাথ রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম খণ্ড - ২০০৭, দ্বিতীয় খণ্ড - ২০০৭, তৃতীয় খণ্ড - ২০০৮

19. গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা - জগমোহন মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯২

20. গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি - শেখ মকবুল ইসলাম, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২

21. বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থচিত্রণ তত্ত্ব, প্রকরণ ও ইতিহাস, ২০১৬ বাংলা বইয়ে প্রথম ছবির ২০০ বছর — তাপস সাহা, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, কলকাতা বইমেলা ২০১৫